কলকাতা বিশ্ববিদ্যালয় গৃহীত বাংলা বানানের নিয়ম : সংস্কৃত বা তৎসম শব্দ

কলকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ের উদ্যোগে ১৯৩৫ সালে বাংলা বানান সংস্কার কমিটি গঠিত হয়। ১৯৩৬ সালে তার প্রতিবেদন প্রকাশ পায় এবং ১৯৩৭ সালে কমিটি বাংলা বানানের নিয়ম শীর্ষক একটি পুস্তিকা প্রকাশ করেন। এর মধ্যে পুস্তিকাটির কয়েকটি সংস্করণ প্রকাশিত হয়। তার মধ্যে তৃতীয় সংস্করণটাই বিশেষভাবে গৃহীত ও প্রচলিত। কিছু নীতিমালা সামনে রেখে কলকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ের বানান সংস্কার কমিটি বাংলা বানানের রূপরেখা তৈরি করে। যেমন :

১. সরল ও সহজ উচ্চারণরীতি গ্রহণযোগ্য।
২. উচ্চারণের সঠিক মান তৈরির জন্য বহু নির্দেশক চিহ্ন বা অক্ষর পরিতাজ্য নয়।
৩. উচ্চারণের প্রচলিত রীতি পরিবর্তন করা ঠিক হবে না।
৪. কিছু কিছু শব্দের উচ্চারণ, যেমন : এখন, এমন, এক, প্রচলিতভাবে অ্যাখন, অ্যামন, এ্যাক হলেও এসব ক্ষেত্রে বানান পরিবর্তনের প্রয়োজন নেই।
৫. অঞ্চলভেদে শব্দের উচ্চারণ বানানে আনা ঠিক হবে না।
৬. যেসব তৎসম শব্দ বাংলায় এসেছে সেসব বানান সংস্কৃত ব্যাকরণ ও অভিধান মোতাবেক থাকাই উচিত। তাতে হস্তক্ষেপ করা ঠিক হবে না।
৭. বিদেশি শব্দের বানান নির্দিষ্ট করে দেওয়া উচিত। ইচ্ছামতো নানাবিধ উচ্চারণ ও তার বানান বাঞ্ছনীয় নয়।
৮. সঠিক উচ্চারণভিত্তিক সঠিক বানানের অভিধান প্রণয়ন।
৯. সব বাংলা শব্দের বানান অল্প সময়ে সঠিক করার জন্য পদক্ষেপ নেওয়া ঠিক নয়, ক্রমান্বয়ে তা করতে হবে।
১০. বানান সংস্কার কমিটির নির্ধারিত বানান ক্রমশ প্রচলিত ও প্রতিষ্ঠিত হবে।

কলকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ের বানান সংস্কার সমিতি এসব প্রস্তাব বা নীতিমালা সব মহলে সাদরে গৃহীত হয়নি— বরং জন্ম দিয়েছে বহুমুখী বিতর্ক ও সমস্যা। সমিতির প্রভাবশালী সদস্য সুনীতিকুমার চট্টোপাধ্যায়ের বাবা হরিদাস চট্টোপাধ্যায়সহ আরো অনেকেই বানান সংস্কার সমিতির বানানরীতির তীব্র বিরোধিতা করেন। অবশ্য ডক্টর মুহম্মদ শহীদুল্লাহ, ললিতকুমার বন্দ্যোপাধ্যায়, যোগেশচন্দ্র রায় প্রমুখ পণ্ডিত বানান-সংস্কার সমিতির সঙ্গে কোথাও কোথাও দ্বিমত পোষণ করলেও তাকে সম্পূর্ণ প্রত্যাখান করেননি। তবে কলকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ের বানান-সংস্কার সমিতি প্রবর্তিত নিয়মই বর্তমানে আধুনিক বাংলা বানানের নিয়ম হিসেবে পরিচিত। কলকাতা বিশ্ববিদ্যালয় বাংলা বানানের যে নিয়ম প্রবর্তন করেছে নিচে তা তুলে ধরা হলো :

১. **রেফের পর ব্যঞ্জনবর্ণের দ্বিত্ব :** রেফের পর ব্যঞ্জনবর্ণের দ্বিত্ব হবে না। যেমন : অর্চনা, মূর্ছা, অর্জুন, কর্তা, কার্তিক, বার্তা, কর্দম, অর্ধ, বার্ধক্য, কর্ম, কার্য, সর্ব।

২. **সন্ধিতে ঙ্ স্থানে অনুস্বার :** যদি ক খ গ ঘ পরে থাকে তবে পদের অন্তস্থিত ম্ স্থানে অনুস্বার অথবা বিকল্পে ঙ্ বিধেয়। যেমন : অহংকার, ভয়ংকর, শুভংকর, সংখ্যা, সংগম, হৃদয়ংগম, সংঘটন অথবা অহঙ্কার, ভয়ঙ্কর ইত্যাদি।

সংস্কৃত ব্যাকরণের নিয়মানুসারে বর্গীয় বর্ণ পরে থাকলে পদের অন্তস্থিত ম্ স্থানে অনুস্বার বা পরবর্তী বর্গের পঞ্চম বর্ণ হয়। যেমন : 'সংজাত, স্বয়ংভূ' অথবা 'সঞ্জাত, স্বয়ম্ভু'। বাংলায় সর্বত্র এই নিয়ম অনুসারে ং দিলে উচ্চারণে বাধতে পারে, কিন্তু ক-বর্গের পূর্বে অনুস্বার ব্যবহার করলে বাধবে না; বরং বানান সহজ হবে।

অসংস্কৃত অর্থাৎ তদ্ভব, দেশজ ও বিদেশি শব্দ

৩. **রেফের পর ব্যঞ্জনবর্ণের দ্বিত্ব :** রেফের পর ব্যঞ্জনবর্ণের দ্বিত্ব হবে না। যেমন : কর্জ, শর্ত, পর্দা, সর্দার, চর্বি, ফর্মা, জার্মানি।

৪. **হস্-চিহ্ন :** শব্দের শেষে সাধারণত হস্-চিহ্ন দেওয়া হবে না। যেমন : ওস্তাদ, কংগ্রেস, চেক, জজ, টন, টি-পট, ট্রাম, ডিশ, তছনছ, পকেট, মক্তব, হুক, করিলেন, করিস। কিন্তু যদি ভুল উচ্চারণের সম্ভাবনা থাকে তবে হস্-চিহ্ন বিধেয়। হ এবং যুক্তব্যঞ্জনের উচ্চারণ সাধারণত স্বরান্ত। যেমন : দহ, অহরহ, কাহ্ন, গঞ্জ। যদি হসন্ত উচ্চারণ অভীষ্ট হয় তবে 'হ' যুক্তব্যঞ্জনের পর হস্-চিহ্ন আবশ্যক। যেমন : শাহ্, তখত্, জেম্স্, বন্ড। কিন্তু সুপ্রচলিত শব্দে না দিলেও চলবে। যেমন : আর্ট, কর্ক, গভর্নমেন্ট, স্পঞ্জ। মধ্য বর্ণে প্রয়োজন হলে হস্-চিহ্ন বিধেয়। যেমন : উল্কি, সট্কা। যদি উপান্ত্য স্বর অত্যন্ত হ্রস্ব হয় তবে শেষে হস্-চিহ্ন বিধেয়। যেমন : কট্কট্, খপ্, সার্।

বাংলার কতকগুলো শব্দের শেষে অ-কার উচ্চারিত হয়। যেমন : গলিত, ঘন, দৃঢ়, প্রিয়, করিয়াছ, করিত, ছিল, এস। কিন্তু অধিকাংশ শব্দের শেষে অ-কার গ্রস্ত অর্থাৎ শেষ অক্ষর হসন্তবৎ। যেমন : অচল, গভীর, পাঠ, করুক, করিস, করিলেন। এই প্রকার সুপরিচিত শব্দের শেষে অ-ধ্বনি হবে কি হবে না তা বোঝাবার জন্য কেউ হস্-চিহ্ন প্রয়োগ করেন না। অধিকাংশ স্থলের অসংস্কৃত শব্দে অন্ত্য হস্-চিহ্ন অনাবশ্যক। বাংলা ভাষার প্রকৃতি অনুসারেই হসন্ত উচ্চারণ হবে। অল্প কয়েকটি বিদেশি শব্দের শেষে অ উচ্চারণ হয়। যেমন : 'বাই-ল'। কিন্তু প্রভেদ রক্ষার জন্য অপর বহু শব্দে হস্-চিহ্নের ভার চাপানো অনাবশ্যক। কেবল ভুল উচ্চারণের সম্ভাবনা থাকলে হস্-চিহ্ন বিধেয়।

৫. **ই ঈ উ ঊ :** যদি মূল সংস্কৃত শব্দে ঈ বা ঊ থাকে তবে তদ্ভব বা তৎসদৃশ শব্দে ঈ বা ঊ অথবা বিকল্পে ই বা উ হবে। যেমন : 'কুমীর, পাখী, বাড়ী, শীষ, ঊনিশ, চূর্ণ, পূর্ব' অথবা 'কুমির, পাখি, বাড়ি, শিষ, উনিশ, চুন, পুব' কিন্তু কতকগুলো শব্দে শুধু ঈ, শুধু ই অথবা শুধু উ হবে।

যেমন : 'নীলা (নীলক), হীরা (হীরক), দিয়াশলাই (দীপশলাকা), খিল (কীলক), পানি (পানীয়), চুল (চূল)।

স্ত্রীলিঙ্গ এবং জাতি, ব্যক্তি, ভাষা ও বিশেষণবাচক শব্দের অন্তে ঈ হবে। যেমন : কলুনী, বাঘিনী, কাবুলী, কেরানী, ঢাকী, ফরিয়াদী, ইংরেজী, বিলাতী, দাগী, রেশমী। কিন্তু কতকগুলো শব্দে ই হবে। যেমন : ঝি, দিদি, বিবি, কচি, মিহি, মাঝারি, চল্‌তি।

পিসী, মাসী স্থানে বিকল্পে পিসি, মাসি লেখা চলবে।

অন্যত্র মনুষ্যেতর জীব, বস্তু, গুণ, ভাব ও কর্মবাচক শব্দের এবং দ্বিরাবৃত্ত শব্দের অন্তে কেবল ই হবে। যেমন : বেঙাচি, বেজি, কাঠি, সুজি, কেরামতি, চুরি, পাগলামি, বাবুগিরি, তাড়াতাড়ি, সরাসরি, সোজাসুজি।

নবাগত বিদেশি শব্দে ঈ ঊ প্রয়োগ সম্বন্ধে পরে দ্রষ্টব্য।

৬. **জ য :** এই সকল শব্দে য না লিখে জ লেখা বিধেয়। যেমন : কাজ, জাউ, জাঁতা, জাঁতি, জুঁই, জুত, জোড়, জোড়া, জোত, জোয়াল।

৭. **ণ ন :** অসংস্কৃত শব্দে কেবল 'ন' হবে। যেমন : কান, সোনা, বামুন, কোরান, করানো।

৮. **ও-কার ও ঊর্ধ্ব-কমা :** সুপ্রচলিত শব্দের উচ্চারণ, উৎপত্তি বা অর্থের ভেদ বোঝার জন্য অতিরিক্ত ও-কার, ঊর্ধ্ব-কমা বা অন্য চিহ্ন যোগ যথাসম্ভব বর্জনীয়। যদি অর্থগ্রহণে বাধা হয় তবে কয়েকটি শব্দে অন্ত্য অক্ষরে ও-কার এবং আদ্য বা মধ্য অক্ষরে বিকল্পে ঊর্ধ্ব-কমা দেওয়া যেতে পারে। যেমন : কাল, কালো; ভাল, ভালো; মত, মতো; পড়, পড়ো।

এই সকল বানান বিধেয়। যেমন : এত, কত, যত, তত; তো, হয়তো; কাল (সময়, কল্য), চাল (চাউল, ছাদ, গতি), ডাল (ডাইল, শাখা)।

৯. **ং ঙ :** 'বাঙ্গলা, বাঙ্গালা, বাঙ্গালী, ভাঙ্গন' প্রভৃতি এবং 'বাংলা, বাঙলা, বাঙালী, ভাঙন,' প্রভৃতি উভয় প্রকার বানানই চলবে। হসন্ত ধ্বনি হলে বিকল্পে ং বা ঙ বিধেয়। যেমন : রং, রঙ; সং, সঙ; বাংলা, বাঙলা। স্বরাশ্রিত হলে ঙ বিধেয়। যেমন : রঙের, বাঙালী, ভাঙন।

ং ও ঙ-এর প্রাচীন উচ্চারণ যাই হোক, আধুনিক বাংলা উচ্চারণ সমান, সেজন্য অনুস্বার স্থানে বিকল্পে ঙ লিখলে আপত্তির কারণ নেই। 'রং-এর' অপেক্ষা 'রঙের' লেখা সহজ। 'রঙ্গের' লিখলে অভীষ্ট উচ্চারণ আসবে না, কারণ 'রঙ্গ' ও 'রং'-এর উচ্চারণ সমান নয়, কিন্তু 'রং' ও 'রঙ' সমান। সাধু বা লেখ্য ভাষায় ঙ্গ এবং চলিত বা কথ্য ভাষায় ঙ বা বিকল্পে ং ব্যবহার করা বিধেয়।

১০. **শ ষ স :** মূল সংস্কৃত শব্দানুসারে তদ্ভব শব্দে শ, ষ বা স হবে। যেমন : আঁশ (অংশু), আঁষ (আমিষ), শাঁস (শস্য), মশা (মশক), পিসী (পিতৃস্বসা)। কিন্তু কতকগুলো শব্দে ব্যতিক্রম হবে। যেমন : মিনসে (মনুষ্য), সাধ (শ্রদ্ধা)।

বিদেশি শব্দে মূল উচ্চারণ অনুসারে ং স্থানে স, ংয স্থানে শ হবে। যেমন : আসল, ক্লাস, খাস, জিনিস, পুলিশ, পেনসিল, মসলা, মাসুল, সবুজ, সাদা, সিমেন্ট, খুশি, চশমা, তক্তপোশ, পশম,

পোশাক, পালিশ, পেনশন, শখ, শৌখিন, শয়তান, শরবত, শরম, শহর, শার্ট। কিন্তু কতকগুলো শব্দে ব্যতিক্রম হবে। যেমন : ইস্তাহার (ইশ্‌তিহার), গোমস্তা (গুমাশ্‌তাহ্‌), ভিস্তি (বিহিশ্‌তি)।

শ ষ স— এই তিন বর্ণের একটি বা দুটি বর্জন করলে বাংলা উচ্চারণে বাধা হয় না; বরং বানান সরল হয়। কিন্তু অধিকাংশ তদ্ভব শব্দে মূল অনুসারে শ ষ স প্রয়োগ বহু প্রচলিত এবং একই শব্দের বিভিন্ন বানান প্রায় দেখা যায় না। এই রীতির সহসা পরিবর্তন বাঞ্ছনীয় নয়। বহু বিদেশি শব্দের প্রচলিত বাংলা বানানে মূল অনুসারে শ বা স লেখা হয়, কিন্তু কতকগুলো শব্দে ব্যতিক্রম বা বিভিন্ন বানান দেখা যায়। যেমন : সরবত, শরবত; সরম, শরম; শহর, সহর; শয়তান, সয়তান; পুলিস, পুলিশ। সামঞ্জস্যের জন্য যথাসম্ভব একই নিয়ম গ্রহণীয়।

বিদেশি শব্দে ৎ-ধ্বনির জন্য বাংলায় ছ বর্ণ বর্জনীয়। কিন্তু যেখানে প্রচলিত বাংলা বানানে ছ আছে এবং উচ্চারণেও ছ হয়, সেখানে প্রচলিত বানানই বজায় থাকবে। যেমন : কেচ্ছা, ছয়লাপ, তছনছ, পছন্দ।

দেশজ বা অজ্ঞাতমূল শব্দের প্রচলিত বানান হবে। যেমন : করিস, ফরসা (ফরশা), সরেস (সরেশ), উসখুস (উশখুশ)।

১১. **ক্রিয়াপদ :** সাধু ও চলিত প্রয়োগে কৃদন্ত রূপে 'করান, পাঠান' প্রভৃতি অথবা বিকল্পে 'করানো, পাঠানো' প্রভৃতি বিধেয়।

চলিত ভাষায় ক্রিয়াপদের বিহিত বানানের কয়েকটি উদাহরণ দেওয়া হলো। বিকল্পে ঊর্ধ্ব-কমা বর্জন করা যেতে পারে এবং -লাম বিভক্তি স্থানে -লুম বা -লেম লেখা যেতে পারে।

হ-ধাতু : হয়, হন, হও, হ'স, হই। হচ্ছে, হয়েছে। হ'ক, হন, হও, হ। হলো, হ'লাম। হ'ত। হচ্ছিল। হয়েছিল। হব (হবো), হবে। হ'য়ো, হ'স। হ'তে, হ'য়ে, হ'লে, হবার, হওয়া।

খা-ধাতু : খায়, খান, খাও, খাস, খাই। খাচ্ছে। খেয়েছে। খাক, খান, খাও, খা। খেলে, খেলাম। খেত। খাচ্ছিল। খেয়েছিল। খাব (খাবো), খাবে। খেয়ো, খাস। খেতে, খেয়ে, খেলে, খাবার, খাওয়া।

দি-ধাতু : দেয়, দেন, দাও, দিস, দিই। দিচ্ছে। দিয়েছে। দিক, দিন, দাও, দে। দিলে, দিলাম। দিত। দিচ্ছিল। দিয়েছিল। দেব (দেবো), দেবে। দিও, দিস। দিতে, দিয়ে, দিলে, দেবার, দেওয়া।

শু-ধাতু : শোয়, শোন, শোও, শুস, শুই। শুচ্ছে। শুয়েছে। শুক, শুন, শোও, শো, শুল, শুলাম। শুত। শুচ্ছিল। শুয়েছিল। শোব (শোবো), শোবে। শুয়ো, শুস। শুতে, শুয়ে, শুলে, শোবার, শোয়া।

কর্-ধাতু : করে, করেন, কর, করিস, করি। করছে। করেছে। করুক, করুন, কর, কর্। করলে, করলাম। করত। করছিল। করেছিল। করব (করবো), করবে। করো। করিস। ক'রতে, ক'রে, ক'রলে, করবার, করা।

কাট্‌-ধাতু : কাটে, কাটেন, কাট, কাটিস, কাটি। কাটছে। কেটেছে। কাটুক, কাটুন, কাট, কাট্‌। কাটলে, কাটলাম। কাটত। কাটছিল। কেটেছিল। কাটব (কাটবো), কাটবে। কেটো, কাটিস। কাটতে, কেটে, কাটলে, কাটবার, কাটা।

লিখ্‌-ধাতু : লেখে, লেখেন, লেখ, লিখিস, লিখি। লিখছে। লিখেছে। লিখুক, লিখুন, লেখ, লেখ্‌। লিখলে, লিখলাম। লিখত। লিখছিল। লিখেছিল। লিখব (লিখবো), লিখবে। লিখো, লিখিস। লিখতে, লিখে, লিখলে, লেখবার, লেখা।

উঠ্‌-ধাতু : ওঠে, ওঠেন, ওঠ, উঠিস, উঠি। উঠছে, উঠেছে। উঠুক, উঠুন, ওঠ, ওঠ্‌। উঠল, উঠলাম। উঠত। উঠছিল। উঠেছিল। উঠব (উঠবো), উঠবে। উঠো, উঠিস। উঠতে। উঠে, উঠলে, ওঠবার, ওঠা।

করা-ধাতু : করায়, করান, করাও, করাস, করাই। করাচ্ছে। করিয়েছে। করাক, করান, করাও, করা। করালে, করালাম। করাত। করাচ্ছিল। করিয়েছিল। করাব (করাবো), করাবে। করিও, করাস। করাতে, করিয়ে, করালে, করাবার, করান (করানো)।

১২. **কতকগুলো সাধু শব্দের চলিত রূপ :** কুয়া, সুতা, মিছা, উঠান, উনান, পুরান, পিছন, পিতল, ভিতর, উপর প্রভৃতি কতকগুলো সাধু শব্দের মৌখিক রূপ কলকাতা অঞ্চলে অন্য প্রকার। যে শব্দের মৌখিক বিকৃতি আদ্য অক্ষরে তার সাধুরূপই চলিত ভাষায় গ্রহণীয়। যেমন : পিছন, পিতল, ভিতর, উপর। যার বিকৃতি মধ্য বা শেষ অক্ষরে, তার চলিত রূপ মৌখিক রূপ অনুযায়ী করা বিধেয়। যেমন : কুয়ো, সুতো, মিছে, উঠন, উনন, পুরনো।

NABARUN PUBLICATION